Notes on

মিড ডে মিল প্রকল্প

মিড ডে মিল প্রকল্প

মিড ডে মিল প্রোগ্রাম কি?

মিড ডে মিল স্কিম ভারত সরকার কর্তৃক চালু করা সবচেয়ে বড় পুষ্টি প্রোগ্রাম। এই প্রকল্পের আওতায় সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির মধ্যে ভর্তি হওয়া সকল শিক্ষার্থী বছরে কমপক্ষে 200 দিন এককালীন খাবার উপভোগ করতে পারবেন।

- এই ধরনের প্রকল্প চালু করার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কুলে ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো।
- কর্ণাটক এবং অন্ধ্র প্রদেশের মতো রাজ্যগুলি এই প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং রান্নাঘর গার্ডেনের মতো ছোট ছোট উদ্যোগগুলি বাস্তবায়ন করেছিল।

ভারতে মিড ডে মিল স্কিম

ভারতে মিড ডে মিল প্রকল্পের ইতিহাস 1925 সালে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষুধার চাহিদা পূরণের জন্য করেছিল।

- ধীরে ধীরে, 1970-এর দশকের শেষের দিকে, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, গুজরাট এবং পন্ডিচেরি রাজ্যে এই প্রকল্পটি কার্যকর করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এটি অন্যান্য অনেক রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।
- সুবিধা এবং ফলাফল বিবেচনা করে, ভারত সরকার দেশব্যাপী এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মাধ্যমে, প্রকল্পটি 1995 সালে স্কুলগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টির সহায়তার জন্য জাতীয় প্রোগ্রাম হিসাবে চালু করা হয়েছিল। পরে এর নাম পরিবর্তন করে মিড ডে মিলের জাতীয় কর্মসূচি করা হয়।
- 2001 সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত রাজ্যকে মিড ডে মিল স্কিমের অধীনে স্কুলে সমস্ত শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে রান্না করা খাবার সরবরাহ করার জন্য একটি আদেশ জারি করে।

মিড ডে মিল প্রকল্পের উদ্দেশ্য

মিড ডে মিল প্রকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নীচে দেওয়া হল-

byjusexamprep.com

- স্কুলগুলিতে ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের ধরে রাখা, অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য।
- অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করে তাদের পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করা।
- মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে বিদ্যমান পুষ্টির ব্যবধান দূর করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্ণবিভেদ হ্রাস করা এবং তাদের শিক্ষার জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা।

মিড ডে মিল স্কিমের বৈশিষ্ট্য

- মিড ডে মিল প্রোগ্রামটি ভারতের বৃহত্তম প্রোগ্রাম যা শিক্ষিত ভারত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এসেছিল।
- মিড ডে মিল স্কিমটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় চালু করেছিল, যা পূর্বে মানব সম্পদ ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় নামে পরিচিত ছিল।
- এটি একটি কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করা প্রকল্প যেখানে বাজেট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ হয়, এবং কেন্দ্র মোট বাজেটের 60% নেয়।
- তামিলনাড়ু প্রথম রাজ্য হিসাবে তার স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।
- 2001 সালে, মিড ডে মিল প্রকল্পটি একটি রান্না করা মিড ডে মিল প্রকল্প হিসাবে সংস্কার করা হয়েছিল যেখানে শিশুরা বছরে 200 দিনের জন্য প্রস্তুত খাবার পাওয়ার যোগ্য ছিল। এই মিলে পুষ্টির চার্টে 200 ক্যালোরি শক্তি গ্রহণ এবং প্রায় 8 গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- মূলত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে, এই ধারণাটি শিক্ষা গ্যারান্টি সিস্টেম এবং বিকল্প এবং উদ্ভাবনী শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিশুদের জন্য গৃহীত হয়েছিল।
- 2004 সালে মিড ডে মিল স্কিমটি নিম্নলিখিত বিধানগুলির জন্য সংশোধন করা হয়েছিল -
    - রান্নার খরচ জোগায় কেন্দ্রীয় সরকার।
    - পরিবহন ভর্তুকি রাজ্যগুলির উপর আরোপ করা হয়েছিল, যেখানে এটি 100 টাকা ছিল। বিশেষ রাজ্যের জন্য এবং 75 টাকা ।
    - সরকার কর্তৃক শুরু করা প্রকল্পগুলির পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা।
    - দেশের খরাপ্রবণ এলাকায় গরমের ছুটিতে পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা।
- 2006 সালে এই স্কিমটি পুনরায় সংশোধন করা হয়েছিল, কিছু বিধান সহ-

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুলিতে রান্নার খরচ 1.80 টাকা এবং অন্যান্য সমস্ত আঞ্চলিক বিদ্যালয়ে 1.50 টাকা করা হয়েছিল।
- ক্যালোরি চার্টটি সংশোধন করা হয়েছিল, যেখানে শক্তি গ্রহণের পরিমাণ 400 ক্যালোরি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল এবং প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ 12 গ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

- 2007 সালে, শিক্ষার্থীদের আরও একটি বিভাগ এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছিল। শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণি থেকে আসা শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পের অংশ হয়ে ওঠে।
- 2009 সালে মাদ্রাসাগুলিকে মিড ডে মিল প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় অংশ হল যে শিক্ষার্থীদের জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে অতিরিক্ত তহবিল এবং খাবার সরবরাহ করা হয়।

PM-POSHAN (পুনর্গঠিত মিড ডে মিল স্কিম)

মিড ডে মিল স্কিমের নাম বহুবার পরিবর্তন করা হয়েছে, এবং বর্তমানে এটি PM Poshan Shakti Mission নামে পরিচিত।

- প্রধানমন্ত্রী পুষ্টি শক্তি মিশনের আওতায় দলটি সফলভাবে প্রায় 11 লক্ষ সরকারি বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ করে।
- আর্থিক দিক থেকে, পূর্বে বিদ্যমান মিড-ডে মিল প্রকল্পের তুলনায় কোনও বড় পরিবর্তন নেই।
- PM পুষ্টি শক্তি নির্মাণ প্রকল্পটি প্রতি 5 বছর পরে, অর্থাৎ, 2021-22 থেকে 2025-26 সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।
- রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে অর্থ বিতরণ মিড ডে মিল প্রকল্পের মতো একই রয়ে গেছে, যা সাধারণ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে 60:40 এবং বিশেষ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে 90:10 এর অনুপাতে রয়েছে।

মিড ডে মিল প্রকল্পের বাস্তবায়ন

মিড ডে মিলের বাস্তবায়ন তিনটি মডেলে সঞ্চালিত হয়েছিল-

1. বিকেন্দ্রীকৃত মডেলটি হ'ল যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্থানীয় রাঁধুনিদের দ্বারা অন-সাইটে খাবার প্রস্তুত করা হয়।

byjusexamprep.com

2. কেন্দ্রীয় মডেল যেখানে বাইরের সংস্থাগুলি দ্বারা খাবারের প্রস্তুতি করা হয় এবং স্কুলগুলিতে খাবার সরবরাহ করা হয়।
3. আন্তর্জাতিক সহকারী যার অধীনে দাতব্য সংস্থাগুলি সরকারী স্কুলগুলিতে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত হয়।

মিড ডে মিল বিধিমালা 2015

2015 সালের 30 সেপ্টেম্বর জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন 2013 -এর অধীনে মিড ডে মিলের নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। 2015 সালের মিড ডে মিলের নিয়ম-

1. মিড ডে মিলের নিয়ম অনুযায়ী, এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা তহবিল শেষ হয়ে গেলে স্কুলগুলি মিড ডে মিলের জন্য অন্যান্য তহবিল ব্যবহার করতে পারে।
2. যদি স্কুল ও বাহ্যিক সংস্থাগুলি শিশুদের খাবার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা খাদ্য ভাতার জন্য যোগ্য।
3. স্কুলে শিশুদের যে খাবার পরিবেশন করা হয় তা প্রতি মাসে স্বীকৃত ল্যাবগুলি দ্বারা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
4. ধরা যাক, একটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা টানা তিন দিন বা মাসে 5 দিন খাবার পায় না। সে ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি বা কোনও সংস্থার মাধ্যমে অবিলম্বে বিষয়টি ঠিক করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

byjusexamprep.com